যুগান্তর

তারিখ ২২ JUN 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বগুড়ায় ছাত্রীদের উত্ত্যক্তকারী দুই স্কুল শিক্ষককে বহিষ্কার

শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন : বিক্ষোভ

বগুড়া ব্যুরো

বগুড়ার নারী শিক্ষার অন্যতম প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ইয়াকুবিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উত্ত্যক্তকারী ৭৫কালীন শিক্ষক শাহীন কাদির জোয়ারদার ও নূরুল ইসলামকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এমপিওভুক্ত হওয়ায় অপর শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়। তবে জালিয়াতির মাধ্যমে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য পরিবর্তনের ব্যাপারে গতকাল বিকাল পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। প্রধান শিক্ষক আবু জাফর অনিয়মের মাধ্যমে তাদের সরিয়ে দিয়ে পছন্দের দু'জনকে ওই পদে বসান। দীর্ঘদিন ছাত্রীদের উত্যক্ত ও কমিটি নিয়ে জালিয়াতির ঘটনায় স্কুলের অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রোববার সকালে ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন শুরু করে। তবে অভিযুক্ত শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম এখনও স্বপদে বহাল থাকায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তারা

বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বহিষ্কার ২ শিক্ষককে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তাকেও সরিয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। সোমবার স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে, সব ছাত্রী ক্লাস থেকে শিক্ষকদের চলে যেতে অনুরোধ করে ও তারা সকালে মাঠে অবস্থান নেয়। সাংবাদিক পরিচয় পাওয়ার পর ছাত্রীরা কান্নাজড়িত কণ্ঠে ইসলাম ধর্মের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, ৭৫কালীন ইংরেজি শিক্ষক নূরুল ইসলাম এবং অংক শিক্ষক শাহীন কাদির জোয়ারদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তারা জানায়, পিতৃতুল্য এ তিন শিক্ষক তাদের প্রকাশ্যে 'মাইসেক্সি', 'হাইপুইট', 'হাই হিউটি' বলে ডাকেন। সুযোগ পেলে হাত ও গাল ধরে টানাটানি করেন। বড় হলে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। এছাড়া ক্লাসে যে আগে পড়া দিতে পারবে তাকে 'কিস' দিতে চান। বেশ কয়েকজন ছাত্রীকে মোবাইল ফোনে এসএমএস দিয়ে বিরক্ত করেন। বিষয়টি তারা ম্যাডামদের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে জানান। এসব ছাড়াও প্রধান শিক্ষক প্রতারণার মাধ্যমে সম্প্রতি গঠিত ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এফএম শাকীর পল্লব ও বিদ্যোৎসাহী সদস্য পারভীন আক্তারকে সরিয়ে তার পছন্দের দুর্নীতিবাজ দু'জনকে ওই দায়িত্বে আনেন। তিনি পছন্দের লোকদের কমিটিতে আনতে জেলা শিক্ষা অফিস ও শিক্ষা বোর্ডের স্কুল পরিদর্শকের কাছে ভিন্ন তালিকা প্রেরণ করেন, যা পরবর্তীতে প্রকাশ হয়ে যায়। এ নিয়ে শিক্ষক, অভিভাবক এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

এদিকে গতকাল দুপুরে স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির চাপে প্রধান শিক্ষক আবু জাফর অভিযুক্ত ৭৫কালীন শিক্ষক শাহীন কাদির জোয়ারদার ও নূরুল ইসলামকে বহিষ্কার করেন। এছাড়া জাহাঙ্গীর আলমকে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে। তবে প্রধান শিক্ষক তাদের প্রশ্রয় দেয়ার কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এর আগে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তার কাছে লিখিত অভিযোগ করলে তিনি শুধু অভিযুক্তদের তিরস্কার করেন। স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, অবিলম্বে ম্যানেজিং কমিটির সমস্যার সমাধান না হলে প্রয়োজনে মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি দেয়া হবে।